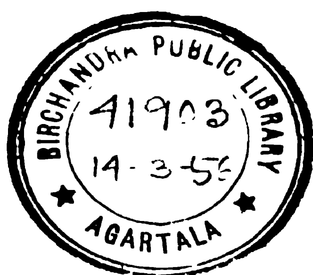
# ঢেউ




পরিবেশক
বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড
৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ ১৩৬২

প্রকাশক
বিদ্যুৎকুমার হালদার
দর্শনাগার
৪৭, হালদার পাড়া রোড
কলিকাতা-২৬

প্রচ্ছদ :
মাণিক সরকার

শীতলা প্রিন্টিং এ্যাণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্‌ ৪এ, সিমলা ষ্ট্রীট
হইতে শ্রীনিশাপতি সিংহ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

চেরী কে—

## দয়িতা

তোমার চোখ থেকে
আরও কিছু জ্যোতি দাও
এই নিয়ে আমার যাত্রা শুরু হবে
প্রথম উত্তরায়ণের দিকে।

দয়িত চিত্ত আমার
দ্রাক্ষাবনে বিকেল যেন।
আসঙ্গ সন্ধ্যা নামে মৃদু সন্তর্পণে,
এই যেন দয়িতার আরক্তিম প্রথম উন্মেষ।

শ্যামল পৃথিবীকে ভাঁজে ভাঁজে ভালবেসে
যেন ফিরে আসি,
জীবন যৌবনের মাঝে
আমি যেন হতে পারি
আমারই দয়িতার
অনাবিল নিরুদ্দেশ হাসি।

চেরীর নেপথ্যে যাঁরা ছিলেন আমার অকৃত্রিম ভালবাসা ও অনুপ্রেরণা তাঁদের সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে প্রকাশ্যে আনলাম।

শক্তিকুমার ভাদুড়ী ( বিহার সাহিত্য ভবন )

অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যুৎকুমার হালদার

দিলীপ ঘোষ।

এই কবিতাগুচ্ছের নেপথ্যে একটি কাহিনী অপেক্ষা করছে। গ্রন্থের জন্মলগ্নে সেই কাহিনীটিকে আজ মঞ্চস্থ করলাম। যে ঘটনাটি ছিল এতদিন একান্ত আমার আজ তাকে সকলের করে দিয়ে আনন্দ ও বেদনা তুইই অনুভব করছি।

তাঁকে দেখেছিলাম সারনাথে। বন্ধুবর 'আবুলকাশেম আমার সতীর্থ। আর সে সতীর্থের বান্ধবী। ভারতের উজ্জ্বল গৌরবময় ইতিহাসের পরিচয় লিপিকে পটভূমি করে সেদিন অনেক কথা হয়েছিল জাপানী তরুণীটির সংগে। অনেক কথার মাঝে একটি কথা হঠাৎ কবিতা হয়ে বাজে। তেমনি হয়েছিল সেদিন। কথাটি অবশ্য কবিতা নিয়েই।

স্বল্প হেসে স্নিগ্ধ চোখে ফেরার পথে জাপানী তরুণীটি বলেছিলেন,

'আপনি কী ভালবাসেন ?'

'কবিতা। পড়তে আর লিখতে।'

'আপনার কোন কবিতার বই আছে?'

'নেই।'

'যদি কখনও কোন কবিতার বই প্রকাশ করেন তাহলে তার নাম দেবেন 'চেরী'।

প্রথমে এই অনুরোধটি আমাকে বিস্মিত করেছিল। ভাবিয়েছিল অনেকক্ষণ। নিজের অজান্তে বোধহয় মৌন সম্মতিও জানিয়েছিলাম।

তারপরে অনেক ভেবেছি, কেন এমন অনুরোধ। বহুদিন পরে বন্ধুবর একদিন সেই কথাই জানাল, যেদিন সাহারানপুরে আবুলকাশেমের সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়েছিল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম আজমীঢ়ের গাড়ির জন্যে। সারনাথের কথা কবিতা হয়ে গেল সাহারানপুরের সমাপ্তিতে। কথায় কথায় আবুলকাশেম বলল, সেই জাপানী তরুণীটি ভালবাসত একজন সমুদ্র নাবিককে। ভালবাসার বিনিময় ছিল চেরী। একবার এক গ্রীষ্মের দিনে তারা দুজনে ফুজিতে গিয়ে চেরী আদান প্রদান করে বিবাহের শপথ নিয়েছিল। তুষার গলা জল নিয়ে অকারণে খেলা করেছিল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। সমুদ্রের নাবিক ছিপ, নৌকো,

জাল-দড়ি ফেলে হঠাৎ একদিন যুদ্ধে চলে যায়। আর সে ফিরতে পারল না। এমনি করে তাঁর সীমাহীন অপেক্ষা ধৈর্য হারিয়ে বিষণ্ণ আর বিয়োগান্ত হয়ে গেল।

ফুজিয়ামা পাহাড়ের নিচেই থাকত তরুণীটি। জানালা দিয়ে ফুজিকে দেখত আর কাঁদত। চেরী ফুটলে মনটা উদ্দাম হয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেত। চেরী কেউ উপহার দিলে সারা রাত তাকে বুকের ওপর রেখে দুর্নিবার দুঃখ থেকে অপরিসীম সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করত। বসন্তে ফুজির মাথায় বরফ গলত। সে কাঁদত আবার। ফুজির মাথায় বরফ যেমন করে গলে, ঠিক তেমনি করে তার অবরুদ্ধ বেদনা ঝরছেনা কেন? অবসন্ন মন একদিন তাকে এইভাবে দেশভ্রমণের নেশা ধরালো। আবুল কাশেম এই পর্যন্তই বলেছিল। তারপর আমাদের ট্রেন এল

এখন জাপানে বসন্তের সমাগম। বসন্তের অধরোষ্ঠ রাঙিয়েছে চেরী। ফুজির স্তম্ভিত তুষার নির্ঝরে পথ পেয়েছে। কত নর-নারী এখন মুখোজিমা এ্যাভিন্যুর পথে। অন্তরে চেরীফুল দেখার অভিলাষকে নিয়ে আজ তারা সবাই বসন্তের দ্বারদেশে।

এপ্রিল মাসে এই কবিতাগুচ্ছও মুদ্রিত হতে গেল। তারপর এল গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গ। মনে পড়ে গেল সারনাথের মৌন সম্মতি।

প্রথমে মনে মনে অনেকবার তারপর একবারই বলেছিলাম, চেরী।

এইভাবে আমার অনেকখানি ভাব একটুখানি ভাবনায় পরিণত হয়ে গেল। যদি সে নির্ঝরে পথ পায় তাহলেই আমার সান্ত্বনা। আমি নির্জন-নেপথ্যে অপেক্ষা করে রইলাম।

সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধপূর্ণিমা
২৪শে বৈশাখ ১৩৬০
৭/১এ, গোপাল ব্যানার্জি লেন
কলিকাতা-২৬



# চেরী

কলেজের জাপানী মেয়েটি—,
জাফরানী রঙের ঘেরা টোপ পরে,
স্টোভে, চা তৈরি করছিল।
বাইরে ঠাণ্ডা। অসম্ভব কুয়াশা।
তার এক বন্ধু এসেছে। বন্ধুটি, ব্যাঞ্জো বাজাতে পারে ভাল।
স্টোভের গোল ঠোঁটে, লাল আর তুঁতের খেলা।
আগুন জ্বলছে। আগুনের উত্তাপে, মেয়েটি আরাম পায়।
হাঁটু দুটো মুড়ে, সে চায়ের জল ফোটা দেখছিল।
নিস্তব্ধ ঘর। শুধু স্টোভের হিস হিস শব্দ।

এত ঠাণ্ডায় সাপ নিশ্চয়ই ব্যাঙ্ গিলবেনা।
জাফরানী রঙের ঘেরাটোপ হাঁটুর ওপর
বার বার উঠে আসে। মেয়েটি বিরক্ত হয়।
বন্ধুটি অপেক্ষা করতে পারে না।
ব্যাঞ্জোতে আঙুল চালায়।
পেট মোটা টিকটিকি পোকা ধরে।
মেয়েটি খিলখিল করে হাসে!
টিকটিকি পোকাতে ঝটাপটি!

চায়ের বাটি থেকে জল ওথ্‌লায়।
বন্ধুর ব্যাঞ্জো বাজনা শুরু হয়।
তিন বছরের ছোট্ট ভাইটা, টমেটো, গাজর নিয়ে
ঘরে আসে।
পোকাধরা টিকটিকি আরও মোটা হয়।
দুটো হাত ভাল করে মুছে মেয়েটি স্টোভে পাম্প করে!
আবার সেই হিস হিস শব্দ।

গ্রীবার নগ্নতার ওপর কালো কেশদাম ফুলে ওঠে।
স্টোভের আগুনে আর জাফরানী রঙে মিল হয়।
ব্যাঞ্জোটার সুর উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

বাটির পুরনো জল ফেলে দিতে হোল।
আবার জল গরম হবে।   জানলা দিয়ে চেরী গাছগুলো
মুখ বাড়িয়ে দেখছে।   মেয়েটি লজ্জা পায়।

ব্যাঞ্জো শুনে ছোট্ট ভাইটা নিরলস টমেটো চোষে।

# লাস

শহরের কংক্রিটের
দেওয়ালের গভীর আড়ালে বসে,
দুটি জীবন অঙ্ক কষে—
মেলেনা উত্তর,
অনেক চেষ্টার পর, যদিও বা হোল মিল,
দেখা গেল, আসলে তা গোঁজা মিল—
সেখানেতে প্রাণ কই ?
বন্দী দেহে, রক্তের নিখিল।

তবু নৈবেদ্য সাজাতে হবে।
প্রেমের ঘোড়াটা বড় ছট্‌ফট্‌ করে।
কিছু ঘাস দিয়ে, তার বল্গা টেনে,
কচি মাঠের ওপর তাকে ছোটাতে হবে
অপার্থিব শূন্যতায়—
পার্থিব ঘোড়াটার চিঁহি চিঁহি ডাক,
সার্কাসের জোকারের মত উল্টে গেল,
দেহের হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাক !

মুখকে চন্দ্র ভেবে চুম্বন চলে—
চুরি করা রাত্রির অবসরে,
চোখে চোখে হয় অনুপ্রাস।

আকণ্ঠ চুম্বন শেষ হলে—
ফাঁস লাগে দেহে।   জঠরে যন্ত্রনা হয়,
রক্ত মাংস ড্যালা পাকায়।

তারপর রায় শেষ।   দেখা যায়,
ফাঁসির মঞ্চের তলায়, গহ্বর অন্ধকারে ঠাসাঠাসি-
লাখ লাখ মানুষের লাস।

# দিন রাত পাঁচটি নায়িকা

**সকাল—**

সকাল কিশোরী নায়িকা।
যৌবনের শান্ত বোধন।
সূর্যস্নাত বুক!
প্রেম তার-পুষ্পলাবী।
আমি তাকে দেখি।

তার কিংশুক কপোলে,
সূর্য-তাপস প্রথম চুম্বন আঁকে।
একটি কামনার ধ্যান ভাঙে!
"আরক্তিম মুখ নীচু" এ প্রেমের নাম
সকালের বয়োঃসীমা ছাড়ায়।
একটা হলুদ হরিণ আকাশ দেখে।

**দুপুর—**

দুপুর যুবতী।
প্রেমে তার নিটোল উত্তাপ।
আঁচ লাগে দেহে।   মন আশ্রয় খোঁজে।
পাখিরা ডানা ঝাপটায়—
পাকা ফল পড়ি পড়ি!
ঘু ঘু ডাকে।
ডালিমের বন লাল হয়।
দ্রাক্ষা রস দানা বাঁধে—।
রূপ, রসের ঘরে গিয়ে, আগল আঁটে।

বিকেল—

বিকেল যৌবনা।   মৃদু ছোঁয়া লাগে।
হরিণের চোখ থেকে নেশা চুরি করে
বিকেল মদিরা হয়।
ইঙ্গিতের সেতার বাজে।
জল তরংগের জল দোল খায়।
আমি ভাবি।
একটা চটুল দেহ নিয়ে,
বিকেল, প্রেমের গল্প ফাঁদে।

শঙ্খচিল ওড়ে—
বিকেল, চন্দনের বাটিতে আবির গোলে,
শান্ত স্নিগ্ধ অবসরে।

সন্ধ্যা—

সন্ধ্যার কাজলে
সূর্য অস্ত যায়।
নায়িকার কটি তটে
ধূপছায়া অন্তর্বাস।
সানাই বাজছে!   ঝির ঝির বৈঁচির বন।
"আসচি", ব'লে সন্ধ্যা পালায়!
শঙ্খত্রাসে, বেত্রবতী-তীরে
রেবার খেয়ায়।

রাত্রি—

রাত্রি আসে।
সে যেন ইরাণী বেগম।

চুলে তার, এলাচি সুবাস।
নায়িকার ওড়না খোলা!
মৃগমদ যৌবনকে বুকে নিয়ে,
তন্ত্র দেহ, মত্ত হোল শব সাধনায়।
নায়িকা অধীরা। চিত্ত তার, পূর্ণ প্রগতির দিকে ছুটে যেতে চায়।
বুকের ওপর শুধু নীল ফেনা অন্ধকার,
লিরিকের পাহাড় জমায়।

# মিথুন

মন্ত্র মুগ্ধ পৃথিবী—,
তপস্যার আগুনে পুড়ে,
মিথুনের জন্ম দিল।
সেটা এক ঝড়ের রাত।
ক্লান্ত নায়িকা।
হরিণের বাণ লাগা সতৃষ্ণ চোখ।

তবু যুদ্ধ হবে।
নায়িকার নাড়িতে গতির সঞ্চার।
হাওয়াতে হাওয়াতে বসন্ত বাজে।

বিবর্তনের বৃত্ত আঁকা আছে।
শাবককে ক্ষুধার্ত রেখে,
নভোচারী বিহঙ্গম, মহাশূন্য পরিক্রমায়, পাখা মেলে দিল

পৃথিবীতে নায়িকার বুক
আবার মিথুনের জন্ম দিল।

# তুমি আর কুমকুম সেন

তুমি আর কুম্‌কুম্‌ সেন—,
মিলনান্ত নাটকের মধ্যে
হঠাৎ ট্রাজিডি !
রোদটা আক্ষেপের শীতের সায়াহ্নে—,
দার্জিলিঙের তুষার বরফে, আবৃত ভূ্মি
পট তার কুম্‌কুম্‌ সেন,
পটিয়সী কিনা জানিনা।

সান্ত্বনা বুকের পাঁজর।
ইরাবতী নদীর তীরে,
শরবিদ্ধ পাখিটার ডানা ঝট্‌পট্‌ !

আক্ষেপ কার জন্যে করব ?
পাখিটার মৃত্যু অনিবার্য !
কুমকুম সেন, বাঁচলেও বাঁচতে পারে।

তোমার চোখের দৃষ্টিতে, বৃষ্টি ধৌত
একটা সবুজ বাগান।
তার ওপর, দুটো রক্ত গোলাপ।
একটা মৃত্যুর, আর একটা মৃত্যুহীনের !

কুমকুম সেন, নিরুত্তর আকাশ।
তুমি তার ওপর বিদেহী আত্মার
করুণ বিলাপ॥

# একটি কৃষক কন্যাকে

সেদিন গ্রীষ্মের অপরাহ্ন বেলায়,—
তুমি ছিলে, সবুজ মাঠের প্রান্ত-সীমানার কোল ঘেঁসে,
এক ঝাঁক হাঁস ওড়া, নীল মেঘ থেকে,
শেষ রোদ এসে,
তোমার মুখে চোখে, লিখে দিল,—
এখনও ফসল হয়নি ক্ষেতে,
এখন চলেছে বীজ বোনা,
বেচা-কেনা বন্ধ সব,
গ্রামে, পথে, হাটে।

তোমার নীল চোখে,—
যমুনার নীলতট আঁকা !
তাজমহলের কারুকার্য, তোমার বুকের আবেগে,
বাণীরুদ্ধ পোড়া মুখ,
যেন কার ভাষা খোঁজে।

**বর্ষা এলো**

মাঠ, ঘাট, গেল সব ডুবে—!
তোমার সঞ্চয় ভেসে গেল ঝড়ের তুফানে।
আষাঢ়ের মেঘ থেকে অন্ধকার সঞ্চারিত হয়।

তোমার, কিসমিস কালো চুলে,
আদিম বর্ষার ক্ষ্যাপা উল্লাস।
সিক্ত বস্ত্রাঞ্চল,
ঘোলা জলে আরও ভিজে ওঠে।
সযতনে লজ্জা ঢেকে তবু তুমি ছিলে,
উর্ধ্ব পানে চেয়ে—,

তোমার করুণ আর্তিতে,
নিরাভরণ আধোনগ্ন ভার্জিন বাঁচে।

## শরৎ এলো

শরতের, শিল্পী সত্তায়,
শারদ-ধানের বুকে,
সোনা রোদ,
আগমনী বাজনা বাজায়।

হেমন্তে পাকা ধান মাথা নাড়ে।
হরিণীর পিছনে, হরিণ শাবক পা ছুঁড়ে
লাফিয়ে ওঠে।
উদ্দাম ধানের জীবন
সোনার ঠোঁটে।

যুদ্ধ শেষ!   ক্লান্ত সৈনিক।

ধান-পাকা গন্ধ এসে তোমাকে জড়ায়!
তুমি নিজেকে আলিঙ্গন করো।
চোখ ফেটে অশ্রুজল পড়ে,
হৃৎপিণ্ডের ওপর রক্ত চোল্‌কে ওঠে।
বাঁধা চুল খুলে দাও—

তোমার ওষ্ঠে দিলরুবা বাজে।
ধান নয়, প্রান্তরে প্রান্তরে,
বুকের ফসল আজ ঘরে তোলা হবে।

## দীপারতি

আমার অন্তর দিয়ে, অন্তর জ্বেলেছি,
অখণ্ড রাতের মধ্যে, খণ্ড জীবনের নির্বাক প্রস্তুতি—
দীপ পোড়ে, অনিন্দ্য মূর্তিতে,
সাধ নেই, স্তব্ধ করি, বন্ধ করি
দীপারতি।

নক্ষত্রের বুকে, আলোর নির্যাস—,
যৌবনের আ-কুমার ব্রত উদ্‌যাপন।
লালসা, কামনা, স্বর্ণাধারে অমৃত প্রতীতী,
চেতনায় চেতনায়, এরই নাম,
অশেষ, অব্যক্ত
দীপারতি।

রূপের যাত্রা সঙ্গমে শেষ হবে।
নীল লোহিতের অবিমিশ্র অস্তিত্ব নিয়ে,
কুমারীর অঙ্গ, উর্বশী, আঙ্গিক।

সে আমার বোদ্ধা রাগিনী।
পূর্ণ কুম্ভের রূপ নিয়ে, শিঙা বাজে।
আমার রক্তের তালে তালে উদ্দাম হয়ে ওঠে
সেই আশ্চর্য, উজ্জ্বল, দীপারতি।

## তৃষ্ণা

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।
আকাশ নীচু মুখে, আরক্তিম চোখে,
বিকেলের শাড়ি পাল্টায়।
চোখ যাত্রা করছে সন্ধ্যা-তিমিরের দেশে।

বন হতে বনান্তরে, যে অশ্রুত বাঁশী আজও বাজে,
সমুদ্রের অতল প্রদেশে, তার ভাষাহীন শব্দ।
হাজার পাহাড়ের গহ্বর থেকে, দীর্ঘায়ত অরণ্যের ললাটে,
গম্ভীর আহ্বান নিঃশব্দের রূপ নেয়।
সে এই অশ্রুত বাঁশী। শব্দ ব্রহ্মের ইতিকথা।
চোখ সেই অতল শব্দের দিকে
যাত্রা করছে।
সন্ধ্যা হচ্ছে।

সৃষ্টি হবার আগে প্রথম অন্ধকার
একটা জ্যোতির্ময়কে প্রসব করে।
তার মধ্যে বাঁশীর ভাষা খুঁজে পাবো।
আদিম সেইখানে শুরু।

চোখ আমার বিশ্রাম নিল
সৃষ্টির তৃষ্ণাকে পাশে রেখে।

# প্রাগৈতিহাসিক

অলিখিত ইতিহাস, মহাকবি আমি—,
মন আমার প্রাগৈতিহাসিক।
বৃষ্টিতে, নক্ষত্রে, সৃষ্টির ত্রিশঙ্কু ত্রিভুজে,
যে দীপ্তি অনিদ্রিত, যে অক্ষর আয়ুষ্মতী ধ্বনির নির্মাতা—,
আমি তার কাছে ঋণী।

আমার অহং আত্মার উপসংহার কই ?
অন্তহীন অস্তিমের যাত্রা শার্ঙ্গরব করে।
অনাস্বাদিত ঘটনার স্নায়ুতে, স্নায়ুতে,
আমার চেতনা স্নিগ্ধগন্ধী প্রাগৈতিহাসিক।

বর্বরতার স্তন্যপান ! একটি সরীসৃপের জন্ম হোল।
ক্লান্ত যুদ্ধক্ষেত্রে, শব আছে, শবাধার নেই॥
জোনাকির সৌন্দর্য পিপাসা, জ্যোতিঃকক্ষে আলো মৃত্যুহীন !
আকাশ হাজার রাগিনীর মমি। রঙ আছে মেঘেদের কফিনে।
নিদ্রিত পর্বত। সমুদ্রে মন্থন।
সৃষ্টির প্রথম অক্ষর এই ভাবে বল্মীক হোল।

আমার ইতিহাস, আলো জ্বালানোর আগে।
অরুন্ধতী জ্যোতির্ময়ী ধ্রুব পথ। বিদেহী ইতিহাসের
স্রষ্টা গুরু। বানপ্রস্থ কাঁদছে। সন্ন্যাস কাঁদছে।
জন্ম-মৃত্যু কাঁদছে।
মন আমার শব্দগন্ধী প্রাগৈতিহাসিক।

# সেই ছাতিম গাছ

সিগন্যাল দেখে
দুপাশে মাঠের মাঝে,
দুরন্ত ট্রেনটা, হঠাৎ,—হঠাৎ দাঁড়ালো,
অবশ সন্ধ্যা, ঝিম ঝিম বৃষ্টি মাখা,
আমি একা আমার ট্রেনের কামরায়।
দূরে কতদূরে, আনমনা হয়ে,
একলা দাঁড়িয়ে—,
ছাতিম গাছটা ভিজছে,
মনে হোল—,
সবুজ মাঠের ওপর,
সকরুণ সন্ধ্যার হাওয়া মিলে গেল।

কেন  আমার মন বেদনা পেল?
ছাতিম গাছটার ডালে ডালে,
পাতায় পাতায়,
আমি কেন হারিয়ে গেলাম?

সিগন্যাল দুলেছে,
হুইসিল বাজে।
ট্রেন দুলে ওঠে।
থর থর কামরার ঘোলাটে বাতি

বৃষ্টিতে সব একাকার,—
মাঠ পার, খাল বিল, সব পার হোল,
হঠাৎ আমার মনের পরপার হতে,
বাঁশীর মত প্রতিধ্বনি আসে,
সেই ছাতিম গাছ,
হয়ত এখনও দাঁড়িয়ে, সমানে ভিজছে।

# বৃষ্টি, আর একটি অর্কেস্ট্রা

বৃষ্টি পড়ছিল,
অবিরাম বৃষ্টি পড়ছিল।
সরু কংক্রিটের বারাণ্ডার ওপর
নিস্তরংগ দুটো হাতের সরু আঙুল গুলো রাখা।
মনে মনে, সিম্ফনী বাজছে।
দুজনেই হাত বাড়ালাম।
জল-ভেজা অন্ধকার আবছা হয়।
ওপরেতে চৌকো টালির শেড থেকে,
একবার, দুবার, তিনবার, কিংবা আরও বেশি,
শত শত, সহস্র, লক্ষবার,
বৃষ্টি পড়ছে।
হাতের তালু দুটো মেলে, তুমি তাকে বার বার
বৃষ্টি ধৌত করো।
বুঝি বিদ্যুৎ চমকায়!
আমি দেখলাম—
টালির শেড থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে,
একবার, দুবার, তিনবার
বৃষ্টি পড়ছে।

অলিখিত তোমার আমার আকাশ থেকে,
ঠিক বৃষ্টির মতন, অবিরাম ভাবনা ঝরছে॥

বৃষ্টি পড়ছে। লাল টালির শেড থেকে।

# ঝড় উঠেছে

আজ অপরাহ্ন থেকে
ঝড় উঠেছে।  রাত্রিতেও ঝড় থামল না।
দুর্যোগের নিখুঁত ব্যাখ্যা আজকের রাত!

নারিকেল পাতার আন্দোলন।
হাওয়ার পাল তুলে,
ঝড়ের জাহাজ চলেছে, রাতের সমুদ্রে।
একটা ক্ষ্যাপা, পাগল
বিস্মৃত অতীতকে
খুঁজে পাবার জন্যে ছটফট করে।
অজস্র খেপামী আর খেয়ালীপনা
সে ওই আকাশের নৈবেদ্য থেকে,
ছুঁড়ে ছুঁড়ে, পৃথিবীকে মারে।

রাজা আমি।  রাজপুরী আমার মন।
দাদুরির গলা ভারি হয়!
ঝড়ের মাঝখান থেকে
আমি এক জ্যোতনাকে পেলাম।

ঝড়ের উদ্দাম অনুলিপি আমার বুকে।
একটা পাখির শাবক জন্ম নিল।  দেবদারু ডালে।

জন্মের সমুদ্র, তার ডানার ঠিকানা।
দুর্নিবার আহ্বান, বুকের মাংসে!

## বাজনা

ঝড় উঠেছিল।
প্রথম আশ্বিনের আকাশটা কাঁপিয়ে,
অন্ধকারের সূচীপত্রে! শুধু ঝড়।
একটা রঙ, হৃদয়ের মধ্যে।
তোমার হাতের মধ্যে আমার হাতের
বিসর্জন হোল—,
আকাশে আকাশে বাজনা বাজছে,
রক্ত গোলাপের বাজনা পৃথিবীতে বাজে।

ঝড় থামবেনা?
রাতটা কি সকাল হবেনা?
ঝড়ের গভীর অনুভূতি নিয়ে,
সেই রঙ ডানা মেলে
সকাল দেখবার আশায়।

সবিতাময় একটা চূড়ান্ত সকাল।
মনে হয় বুঝি—,
ঝড়ের প্রান্তদেশ থেকে
এখনও বাজনা বাজছে।

তোমার হাতের মধ্যে আমার হাতের বিসর্জন হোল;
পাহাড়ের গুহার ভিতরে সকাল এসেছে।
আলোর সমুদ্রে, রাত্রির বিসর্জনের বাজনা।

সূর্যের দ্যুতিতে বকের পালক খ'সে পড়ে।

পাখীর শাবকের ঠিক বুকের নীচটায়,
রঙ বদলায়!!

## দীপ পোড়ে

আমি জ্বলি।
দীপান্বিতার এক অস্ফুট বেদনায়।
অবিরাম দীপের দহন।
দীপ জ্বালানোর ইতিহাস আমি।
নিলাজ রাত্রির উৎসব।
বেদনা পুড়ছে।

কান্নার অন্ধকার অনাবৃত।
আমার বেদনা শোনো
ওগো আকাশ,
রাত্রিকে পটভূমি করে
আলো আর জ্যোতি জ্বালো।

কম্প্রবক্ষে নির্যাস দহন,
ছায়াকে বুকে নিয়ে ছায়াতীত হয়ত কাঁদে,
দীপ পুড়ছে। দীপ জ্বলছে।

অন্ধকারের উজান ঠেলে ঠেলে
ঋত্বিক আমার মন।
মন আমার তমসার নির্বিকল্প নীড়ে জ্যোতির্গময়।
দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ আকাশ আমার জয়তি সকালের উপাসনা।

দীপ পুড়ে গেছে। ছাই হয়ে গেছে।
সেই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মাঝখান থেকে
একটা চেতনা জন্ম নিল।
"লাবণ্য" তার নাম। বন্যার মত তার দেহ!
"ছুটে চলা" যার হৃদ্‌পিণ্ডের ধ্বনি।

নিরুত্তর আকাশ আলোর সোপান।

আমি ঐকতান॥

## প্রথম প্রত্যূষ

প্রত্যহ প্রত্যূষ আসে
দিন বদলের পালা নিয়ে।
আমার কর্ম-ক্লান্ত দিনাবসানের পালা চুকে যায়—,
এ জীবনে আজকে আমার
পদ্মের পাপড়ির মত চোখ খুলে
এ কোন প্রত্যূষ দেখা দেয়।

রাত্রির কপাল থেকে স্বেদবিন্দু মুছে গেল।
আমি তার কাছে নতজানু হয়ে
বুকের উদ্দাম ঢেউ উৎসর্গ করলাম।
রজনীগন্ধা মন আকাশ দেখছে—
নিভে যাওয়া রাত্রির জোনাকি
সূর্যের কাছে আলো পেতে চায়,
প্রথম প্রত্যূষ রাঙা হোল
চোখের উষায়॥

সুদূর আকাশ থেকে
সমুদ্রকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এ প্রত্যূষ সকাল হল।
আমি প্রতীক্ষা করছিলাম।
তিতির পাখীরা গান গেয়ে উত্তাল হবে।
রাতের কানাড়া কাঁদছে
যোগিয়ার যোগ সাধনায়
এ প্রত্যূষ আমার কাছে এসে
আমাকে জাগায়॥

## গাঙ্‌চিল ওড়ে

সাদা সাদা বক,
সূর্য আলোক,
আকাশ কেমন নীল—
বিহঙ্গমের উদ্ধত পাখা,
ছাদে কার্ণিসে রোদ আঁকা আঁকা,
তোমার আমার বিকেল সন্ধ্যা
এলো যে হায়—
টলমল করে জল তরঙ্গে
ময়না ডাঙ্গার ঝিল—
সবুজ মাঠের ঠিক ওপরেতে
মিছিল মিছিল
গাঙ্‌ চিল আর গাঙ্‌চিল।

হালকা হাওয়ায়
তালবন কাঁপে
লাল সূর্যের মৃদু উত্তাপে
মনে হয় সব ছুটি—
তার ছেঁড়া কোন্ মৌন সেতারে
আলাপ নেই,
তোমার আমার
মন্দ্র সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়—
সেতার সে আজ বাজবেই ওগো বাজবেই,
আমলকি আর করমচা ডালে
লজ্জা নেশার মিল,
সবুজ মাঠের ঠিক ওপরেতে
মিছিল মিছিল
গাঙ্‌চিল আর গাঙ্‌ চিল।

ধূ ধূ করে মাঠ,
শেষ হোল হাট,
কিছুই হোলনা কেনা,
এ মন আমার নিঃস্ব বণিক হল,
আমি পারিনিক' শোধ করে যেতে
পৃথিবীর কত দেনা,
শুধু বসে বসে সুন্দর খুঁজি
মনে হয় বুঝি
তোমার আমার মন্দ্র সন্ধ্যা রাত্রি হয়,
সেতার যে আজ বাজবেই ওগো বাজবেই—
দুষ্টু ভাগ্য হয়ত মারবে ঢিল,
তখনও দেখব আমি
সবুজ মাঠের ঠিক ওপরেতে
মিছিল মিছিল
গাঙচিল আর গাঙচিল॥

## ঝাউ

নির্বাক সন্ধ্যার অবয়বে

ঝাউ

তোমার নগ্ন পত্রিকা বিকেলের দ্রাক্ষারস পান করে
অমেয় হয়েছে।
তোমার শরীরী আত্মার মাঝখানে
ঘুমন্ত বন্যা।
উদ্দাম সবুজ আজ ছুটি পেল বালকের মত।

ঝাউ

তুমি নামি শ্যামলকে পাশে নিয়ে
অবকাশ চাও।
তোমার বুকের রঙ নিয়ে নিশ্চুপ অধরের বাণী
নিজেকে ছোপাতে চায়
হোলির ফাগের মত।
রাত্রি বিস্মিত হবে।
আকাশে নক্ষত্রের স্মিত হাসি এর কাছে বিসদৃশ।

ঝাউ

তুমি নিরাভরণের মাঝখানে
চরম নগ্ন।
আজ আমি তোমাকে সাক্ষী করলাম।
ঘন পত্রিকার মাঝে নির্লজ্জ পাওয়ার
চরম প্রস্তুতি।
সে আমার কোলে স্থবির হয়েছে।

ঝাউ

তুমি বল এই নিরলস সংযোগ,
সন্ধ্যার স্নায়ুতে স্নায়ুতে
রক্তের বিন্দুতে অমোঘের স্নান।
জল ভেঙে পড়ে—
নদী মহাপ্রাণ।

ঝাউ

এই গতি, এই রূপরীতি, দেহের আঙ্গিক
রেখায় রেখায় পরমায়ু বাড়াতে চায়।
সমুদ্র ঝটিকায় নাবিক জাহাজ নিয়ে
নিঃসঙ্গ দ্বীপের দিকে যাত্রা করে।

ঝাউ

তোমার যাদুতে রাত্রি ক্ষুধার্ত সিংহ।
সে পোষ মানে অনাগত সকালের পিঞ্জরে।
এই পোষ মানা, অনাগত প্রত্যুষের কাছে
সিংহের হেরে যাওয়া
নির্লজ্জতা নয়,
এ তার চরম বিস্ময়!
সমুদ্রেরও তৃষ্ণা আছে, নদী তার পেয়।

ঝাউ

তোমার পাঁজরে পাঁজরে
তৃষ্ণার হাড় গোনা যায়,
সন্ধ্যাকে উলটিয়ে প্যালটিয়ে
রাত মাতালের মত চুম্বন করছে।

সিংহের ক্ষুধার্ত গহ্বর থেকে নক্ষত্র যায় নাক' দেখা।
ঝাউ বন থর থর করে!

মনে হোল আমার কোলের ওপর আকাশ-গঙ্গা ঝরে পড়ে

# যাবার আগের দিনটি

যাবার আগের দিনটি
আমাকে দাও।
ডালিমের দানার মধ্যে প্রত্যুষের দৃষ্টি যেমন লালচে আভায়
কেঁপে ওঠে
আমি তেমনি কাঁপছি।
তোমার দুটো হাত ভ'রে
যাবার দিনটি আমাকে দাও।
ওই কাজল চোখের বৃন্ত্য থেকে দৃষ্টি ঝরুক
যদি সেই দৃষ্টি ফসল ফলাতে পারে
আমার সবুজ জমিতে
আমি উর্বর হবো।

যাবার পরের দিন
প্রত্যাশী বিহঙ্গমের মত ডানা ঝাপটালে
আমার করার কিছু নেই।
রাত্রির আকাশ থেকে নক্ষত্র স্থানচ্যুত হয়
একসঙ্গে বেহাগ বসন্ত
নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচতে পারে না।
হয়ত এই সময় বনহংসীর ডানা ভারি হবে,
আমি আমার জানালায় চোখ মেলে দেখব।
তখন হয়ত অনেক দূরে,
ডালিম বনের সঙ্গে প্রথম সূর্যের সন্ধিপত্র
স্বাক্ষরিত হচ্ছে।

# মিতা নেই

আমার মমতা প্রেম কেঁপে কেঁপে থেমে গেল
বৃষ্টিভরা বৈশাখের মেঘের কানায়,
আমার অলস চোখে রাত জেগে আছে
হা—হা করা বৃষ্টির নির্জনতায়,
হে আকাশ বলে দাও
রামগিরি অলকা কোথায় ।

শুধু মনে পড়ে তার দৃষ্টি উদাস
আমার সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়ে গেল,
তবু নিল না কিছুই, দিয়ে গেল কত দান,
দুটো হাত তার কাছে ঋণী,
আমি দিন গুনি—
সে আবার আসবে কবে
নির্নিমেষে নব নব হীরা পান্নায়,
হে আকাশ বলে দাও
রামগিরি অলকা কোথায়।

আমার বিনিদ্র রাত আক্ষেপে ভরা
অনন্ত যক্ষ ব্যথা দুটি চোখ জুড়ে,
গানে গান প্রাণে প্রাণ কেমনে জুড়াই।
কামনা কান্না আজ মিশে গেল তাই
মিশকালো রাত্রির বুকে,
বৃষ্টিতে একাকার তবু জানি সে আমার
বর্ষার বসুন্ধরায়,
হে আকাশ বলে দাও
রামগিরি অলকা কোথায়।

## মিতা নেই

না থাকুক সে আমার কাছে,
তবু আছে, আছে তার উজ্জ্বল প্রকাশ
আমার অণুতে আর দেহের আয়ুতে
তার আহ্বান বাজনা হয়েছে নীলিমার সীমাহীনতায়—
হে আকাশ বলে দাও
রামগিরি অলকা কোথায়।

## মধুপুর

"যদি বুঝতাম আমাকে নিয়ে
একটু হাওয়া বদল করে এলে,
ভয় নেই বেশীদূর গিয়ে
তোমার খরচ বাড়াবনা,
তীর্থ নাই বা করলাম,
তুমি আমার সব তীর্থের রাজা,
কিন্তু মন চায় সত্যি বলছি
একটু ফাঁকা, একটু মাঠ, বীরভূম লালমাটি,
কিংবা সাঁওতাল পরগণা,
অথবা মহুয়ার বন।

বেশ, এ সব আজ নাই চাইলাম।
শুধু একটা দিন আমার জন্যে ক্ষতি করো,
লেখা নয়, গল্প নয়, শুধু তুমি আর আমি।
এতে নিশ্চয়ই রাজি হবে।"

আমি একটা কথাও বলিনি।
কবির স্ত্রী চলে গেছে ভীড় করা সংসারের মাঝে।
আমার কেমন একা মনে হয়।
থাক পড়ে সব লেখা কাজ।
একটা কথা বার বার জেগে ওঠে
শরতের সোনালী রোদ্দুরে—
"উঠে এসো ওগো কবি সব কাজ ফেলে
কামনায় কামনায় ভরে আছে
লাল হয়ে আছে
মধুপুর,—মধুপুর,—মহুয়ার বন।"

# কিংশুক সকাল

জীবনের ঘড়ির ঘণ্টা বেজে চলে,
হাত, পা, দেহ মন কাজ করে
দিনরাত খাটে,
যদি কিছু লাভ হয় এই ভেবে—
কিন্তু কোথায় আমার আগামীকাল
যাকে আমি মুঠো করে ধরতে পারি
একটি সেইরকম ফুটফুটে ফুটন্ত
কিংশুক সকাল।

পা বাড়াই সমুখের পানে অফুরন্ত পথ চলা,
কোথাও নোঙর ফেলি,
যেখানে ক্লান্ত হয়ে পড়ি নুড়ি পাথর ঠেলে ঠেলে,
দুই দিকে বালিয়াড়ি চড়া।
শূন্য জীবন জাহাজ নামাওঠা সব কলরব
পঙ্গু হয়ে পড়ে,
সবদিন সন্ধ্যাদুপুর মরে গিয়ে
একটা বড় রাত চেপে বসে
সে জাহাজের মাস্তলে মাস্তলে।
মন বলে নাবিক হবো না আর,
কি ভীষণ সেইসব বালি আর চড়া।

সময়ের মাটি খুঁড়ে চলি
এই ভেবে যদি পাই একটি অলস
অবকাশ ভরা নবাংকুর আগামীকাল,
যার রাত নেই, সন্ধ্যা দুপুর কিছু নেই,
শুধু আছে
নিবিড় করা টলমল সূর্য সোনাভরা
একটি ফুটফুটে ফুটন্ত
কিংশুক সকাল

## পলাশ গ্রাম

তিনটে বছর আগে
অবকাশ পূজোর ছুটি—
ট্রেন থেকে নেমে পায়ে হাঁটা পথ অনেকখানি
নির্জন দুপুর।
রোদে-পোড়া ঘুঘু-ডাক বেতস-বনে।
কলমিলতা পুকুর পাড়ে।
পথ চিনিনাক',
মনটা একাকী উদ্‌ভ্রান্ত
যদি কারোর দেখা পাই
জিগেস করব তাকে
আমার গ্রামের নাম, অনেক হাঁটলাম,
রোদ্দুরের ঝাঁ ঝাঁ করা গান,
সামনে মাঠ বৈরাগীর একতারা।
দুটো আতাগাছ
টলটলে প্রাণবন্ত তরুণী জীবন।

হঠাৎ কে আসছে মনে হয়,
কুঁচরঙ শাড়ির বন্যার অতলে
যৌবনের অকাল বোধন।
পুরনো চুড়ির ঠোকাঠুকি।

বাঁদিকের বাঁকা পথ দিয়ে
সে আসে,
এক পাশে এঁটো কলাপাতা
তার ওপর ত্রস্ত পদক্ষেপ।
হরিণ হঠাৎ যদি আলতা পরে।

দু পাশের ডালে ডালে
পলাশ ফুটেছে।

আমি দাঁড়ালাম।
আমার গ্রামের ঠিকানা নেব,
মাঝখানে পেয়ারার ডাল,
ডাইনে পাঁচিল,
কার যেন বাতাবি ফুলের বন,
নুয়ে পড়া কলা গাছ
তার ওপর পিঁপড়ের সারি।

দৃষ্টির সন্ধি হল
সে যখন নীচু পেয়ারার ডাল বাঁহাতে সরিয়ে
চলে গেল।
চলা নয় ভ্রূভঙ্গিমা।

"কোথায় পলাশ গ্রাম
বলতে পার?"

সে থমকে দাঁড়ায়। আমার উপমা নেই।
শুধু তার চুল নড়ে।
সামনে আমার দুটো নীচু ডাল।

"পলাশ গ্রাম এইটাই তো,
কার বাড়ি, কোথায় ঠিকানা?
আপনি বুঝি কলকাতা থেকে
নতুন মানুষ,
চলুন আমার সাথে
আমি পথ চিনি।"

"তোমার আঁচলে?"

বাধা দিয়ে সে আমায় বলে
"কিছুনা কিছুনা
দুচারটে কুড়োন পলাশ।

"তোমার কি নাম" ?

"জানি নাক !"

সে অনেক হাসে।
আবার চুড়ির ঠোকাঠুকি।
তার চুল নড়ে
মনে হয় কুঁচরঙ শাড়ির ভিতর
পলাশের আগুন জ্বলে !

দূরে বাঁশবন।
ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখি ওড়ে।
ও পারের সড়ক পেরিয়ে
নির্জন রেলের লাইন।
ক্লান্তি। তন্দ্রা এল চোখে।

একটা ঘন গাছ। গাছের ঠাণ্ডা নিশ্বাস।
আমার অবকাশ।

ট্রেনের ইস্পাতের চাকা গর্জন করে।
ঘুম ভাঙে।
চারিধারে বিকেলের শান্ত-আলো
সন্ধ্যা-আলোর দিকে দাঁড় টানে।

নরম নরম ঘাস
তার ওপর সযতনে রাখা
মেয়েটির কুড়োন পলাশ—

পলাশে পলাশে তার চিঠি

"রইল পলাশ,

আর

পলাশ আমার ডাক নাম।"

## পিয়ানো

দীপা কলোনীতে সকাল হল।
মোরগ ডাকছে।  উঁচু বাড়ি থেকে হাসনুহানার
গন্ধ আসছে।
পাশের বাড়ির চিল ছাদ থেকে,
ননী সরখেল বউকে বলল,
"সকাল সকাল অফিসে ছুটতে হবে"।

রোশন মিস্ত্রী ছুতোরের কাজ করে।
করাতের দাঁতে ধার আছে কিনা দেখে।

ছেলেমেয়েগুলো মুড়কির ঠোঙা নিয়ে
কাড়াকাড়ি করে।

হরিগোয়ালার বউটার ছেলে হবে,
কাঁচা বেদনার অস্ফুট চিৎকার।

রামাদিন এসে গরুটার পায়ে গামছা বাঁধে।
বেলা বেড়ে চলে,

ননী সরখেল খুশি হয়ে ওঠে
ফেনে আর ভাতে।

দীপা কলোনীতে সকাল হয়েছে।

চারতলা বাড়ি থেকে বকুলমিত্র
আবেগে গমকে পিয়ানো বাজিয়ে চলে।'

পিয়ানো বাজছে, গভীর পিয়ানো বাজছে,
আগামীকাল বকুলের বিয়ে হবে।
ছাদ বেয়ে ওঠে মেরাপের বাঁশ,
লাল, নীল, শালু আসে,
হরি গোয়ালার বউটার স্তনে দুধ চুঁয়ে পড়ে।

বকুল মিত্র পিয়ানো বাজিয়ে হাসে।

## মৃত্যু তাজমহল নয়

সেদিন শ্রাবণ মাস
বৃষ্টির ধ্বস নেমেছিল। রাত অনেক।
অনিদ্রার একটা করুণ চিৎকার!
বস্তীটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভিজে কাদার ওপর কুকুরের চলা,
বাঁশ গাছের মাথার ওপর
বাতাসের দীর্ঘনিঃশ্বাস
রক্তমাংসের মানুষ যেন।

মাতাল মদের ঝোঁকে কুকুরের পেট মাড়ায়
জন্তুটা যন্ত্রণায় ছটফট করে। রাস্তায় আবার কাদার দাগ হয়।

যদু কলোনির সেই দোহারা গড়নের
নোতুন বউটা শ্বাস টানে। মজবুত স্বাস্থ্য নিয়ে এতদিন
বেঁচেছিল। স্বামী তার রঙের মিস্ত্রী।
মৃত্যুটা সিংহের থাবা, রক্তমাংস সব কিছু খাবে।

জিহ্বা থেকে লালা ঝরে।
বুক ফাটা চিৎকার!
বাইরের ঝড়ের দাপট।
সমুদ্রে পাড়ি দিতে গিয়ে নৌকোর পাল ছিঁড়ে গেল।
গাছে গাছে বাদুড়-অন্ধকার।
বস্তীর অন্ধকারে যন্ত্রণা পাশ ফিরে কাঁদে।

মিস্ত্রী-বউ মারা যায়।

বলাই মিস্ত্রীর মেয়েটা কাঁদছে।
রঙের বালতিটা মাটির ওপর চাপ হয়ে বসা।
রঙ প্রস্তুতির আর কত বাকি?

মৃত্যুটা তাজমহল হোল না।

আজ ভোর থেকে ভারা বাঁধা হল।
বলাই মিস্ত্রী ভারা বেয়ে উঠে নিঃশ্বাস নেয়।

ঘোষেদের সাতমহলা বাড়িটার জানালা দরজায়
আজ থেকে কলি দিতে হবে।

## রমা মিত্র

গুরুসদয় দত্ত লেন।
হাড়মাস কালি করে গুণময় প্রত্যহ মাস্টারি করে।
বাঁশীর মত সুন্দর সুডৌল নাকটাকে
পোড়া তুবড়ির মত মনে হয়।
ঘাড় কাৎ করে বাঁ হাতে চশমাটা টেনে
চেপে চেপে লেখে
পড়াতে বসে, কোমরটা টন্ টন করে।
নস্যি নেওয়া হাতে গুণময় কোমর থেকে
কাপড়ের কষি আলগা করে।
রেবা বি. এ, পড়ে।

রমা অসুস্থ। বিয়ে হয়ে থেকে।
রাত সাড়ে দশটার পর বাড়ি ফিরে
গুণময় মাস্টার শোবার আগে নস্যি টানে।
ক্রোচের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা কাল রেবাকে বোঝাতে হবে।
রমা কাৎরায়। রুগ্ন মাথাটা বালিশটা রাখতে পারে না।
শুধু হাড ক'খানি। জ্বরে ভুগে ভুগে মাংস খ'য়ে গেছে।

কসাই মাংস কাটে হাড আর মাসে।
কাচের গেলাসে বার্লি-জল ফিকে হয়ে আসে।

ডাক্তার বলেছে রমা অনেক ভাল।
দেহটার পাঁজরে পাঁজরে
এতদিনে রক্ত কথা কয়।
স্নায়ুগুলো আঙুরের ডাল।
আষাঢ়ের নবীন মেঘে উদ্দাম বৃষ্টি।

গুণময় ছাত্রী পড়ায়।
এ পড়ানোর শেষ নেই। রেবা সৌন্দর্য দিয়ে জগত্‌কে বুঝতে চায়।

সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আজ শেষ হবে ।
যত রস ছিল সব ঢেলে দিয়ে
গুণময় সৌন্দর্য বোঝায় ।

শুকনো আখের ক্ষেত নব বর্ষায় রসাল হোল ।
কচুবনে শামুক গড়ায় ।   চারিদিকে জল জমে ।
রস, রসকে নিয়ে কল্পনা গড়ে ।
রমার যন্ত্রণা বাড়ে ।   জ্বরের নতুন লক্ষণ ।

কাতর অস্ফুট বেদনা ।
গেলাসের জমে-ওঠা সাগুদানা
রমা মিত্র ফেলে দেয় ।
রাস্তায় কাদা !   বর্ষার নতুন জোয়ার ।
সব দানা গলে গলে শেষ হয়ে যায় ।

## মৃত্যুর আর এক নাম যৌবন

ডাক্তার জবাব দিয়েছে,
বৃষ্টির রাত।
নিস্তেজ রোগিনী।

অফুরন্ত যৌবন
মৃত্যুর সংগে লড়াই করে কাঁপছে।

চাপা আর্তনাদ
গণ্ড স্টেশনের আলোর মতন।
মৃত্যুর যৌবনে অন্তর্বাস নেই।
রোগিনীর ঠোঁট নড়ে।
কালো ব্যাঙ্ কাদা জলে
মক্ মক্ করে।
সরিসৃপ অন্ধকার হাঁ করে অন্ধকার গেলে।
বরফ দেহটার ওপর
যে যৌবন আজ কঠিন হল
মৃত্যু তার নাম।

রোগিনীর দেহটা পুড়ে, মাটি হয়ে গেছে কবে—
সূর্য আর চাঁদে
অনেক গান্ধার গেয়েছে,
পৃথিবীটা মনে হল নড়ে চড়ে
অনেকটা এগিয়েছে।

মৃত্যু দেহটাকে মাটি হতে দেয়নি।
রোগিনী মারা যাবার কিছুদিন পরে
বাড়ির বাগানে
সকলের অগোচরে
অলিভ গাছে পাতা গজিয়ে উঠেছে।

## সজনে গাছ

'সুতিমা'—,
তুমি ডাক্তারি পড়ছ শুনলাম।
আশ্চর্য হইনি। একথা তুমি আগেই বলেছিলে।
আমি এখন বীরভূমের কীর্ণাহারে।
মাইনর স্কুলে মাস্টারি করি।
মনে পড়ে, সেই সজনে গাছটাকে নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম
তুমি হেসে বলেছিলে—
"সজনে শাকে সুস্বাদু ব্যাঞ্জন হয়, এ নিয়ে কাব্য কেন ?"
সেই সজনে গাছটা এখনও আছে, সে এখন অনেক রূপসী।
তার পাশে সুপুরির গাছ ছিল।
মনে পড়ছেনা ? ঠিক তার পাশে
পাবলিক প্রসিকিউটারের স্ত্রী হেনা হালদার থাকত।

'সুতিমা'—,
শুনলাম তুমি এখন নামকরা লেডী ডক্টর।
আমি কীর্ণাহার থেকে বোলপুরে এসেছি।

সন্ধ্যা হচ্ছে কোপাইয়ের তীরে।
একটা বাউড়িয়া ছেলে গুলতি দিয়ে
বক মারে কোপাইয়ের চরে। বকের ডানা দুটো
ঘন রক্তে লাল হয়ে যায়।
পাহাড়পুরের অরণ্য গভীরে সূর্য অস্ত।

সজনে গাছটার ঝুরি সন্ধ্যার হাওয়ায় কাঁপছে।
সবুজ সজনের ডালে সূর্য লাল রঙ গোলে।

জানিনা, সুতিমা ডাক্তারি করছে কিসে ?
ক্ষত বিক্ষত বকের মাংসে, কিংবা
সূর্যের দিগন্ত প্রসারী
অস্তমিত লালে।

## গুরুপদ বেহালা সাধে

গুরুপদ জুয়েলারি ওয়ার্কস্
গিনি সোনার একমাত্র প্রস্তুতকারক
এই তার দাবী।
লম্বা তামাটে লোকটার বাড়ি পদ্মার পারে।
একগাদা ছেলেমেয়ে।
পাগল ভাইটা কবে থেকে লুম্বিনী পার্কে,
আরও দুটো ভাই, একটা বেকার
আর একটা বারবার ফেল করে
স্কুলে পড়ে।
রাত সাড়ে আটটার পর
গুরুপদ বেহালা সাধে
সোনার দোকান থেকে সুর শোনা যায়।

সোনার বাজারে মন্দা দেখা দিল।
সেবার কলকাতার ফ্লুতে স্ত্রী আর দুটো ছেলে
মারা গেল।
ভাই দুটো সিনেমাতে ছায়া দেখে
নিজের ছায়া দেখতে চায়।
লুম্বিনী পার্কের ভাইটা রাঁচীতে গেছে।

সারাদিন ঠুক্ ঠুক্,
একতাল মোম জমানোর বুকে,
গুরুপদ আলো জ্বালে—
লম্বা পেতলের শিকে গুরুপদ ঘন করে ফুঁ দেয়—
সোনা গলে।
বুড়ো বেহালার মাস্টার আর আসেনাক'।
তার হাতের আঙুলগুলো অসাড় হয়েছে,

গুরুপদ নিজে সাধে আর ভাবে পদ্মাপার কতদূর ?
পাশের মশলার দোকানে মশগুল চলে।

জুয়েলারি দোকানের গরাদ পেরিয়ে
ঘাড়কাৎ অন্ধকার তখন মূর্চ্ছা যায় !
মশলার দোকানে বাবুর্চিটা ফর্দ মেলায় ;
পাশের বাড়ির খানসামাটা
মুরগী কাটে।

# কৃষ্ণের কপাল ফাটে

অভয়চরণ
ইন্সিওরেন্সের দালালি করে।
গলাবন্ধ চায়না কোট গায়ে,
পকেটে পানের ডিবে।
বাঁদিকের দাঁত কটা সম্প্রতি বাঁধানো।
হাতে তার ফোলিওর ব্যাগ।
পান খাওয়া হাসির ছিটে লেগে চায়না কোটের স্থানে স্থানে
ফোঁটা ফোঁটা দাগ।
অভয়চরণ দ্রুত হাঁটে। কোটের পকেট থেকে মোটা মোটা কাগজের খাম
উঁচু হয়ে থাকে।
বোতাম ছেঁড়া।
বোতামের ঘরগুলো ময়লাতে ভোঁতা হয়ে আসে।

সেদিন হ্যারিসন রোডে
বাঁশিওয়ালা বাঁশি বাজায়।
সস্তা গানের সুরে চারিদিকে ভিড় জমে যায়।
সাড়ে তিনটাকা দিয়ে ডোরাকাটা বাঁশী কেনে
অভয়চরণ—
অভয় বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে মাথা নাড়ে।
হৃদয় কৃষ্ণ হবে। মুখ থেকে পান খসে—
আওয়াজ আনতে গিয়ে পিচ লাগে
বাঁশীর ফুটোতে।

রাত হয়ে আসে।

বাঁশীকে ডাণ্ডা ভেবে পথের কুকুরগুলো তাড়া করে আসে।
প্রাণ বাঁচানোর দায়ে অভয়চরণ বাঁশীটাকে ছুঁড়ে মারে —
কুকুরের ঘেউ ঘেউ বাড়ে।
বাঁশী নয় ফাটা বাঁশ কৃষ্ণের কপাল ফাটে।

## খেজুরগাছ

মাস্টার বিপিন কুশারী গ্রামে ফিরছিল।
বয়স বাঁশপাতার মত পুরনো হয়েছে।
যৌবনটা
নেড়া তালগাছে বাঁধা শূন্য কলসীর মত ঝোলে।
রোদে তাতে বৃষ্টিতে
কলসীর বুকে পিঠে শ্যাওলা জমে।
চশমাটা নাকের ওপর নেমে আসে।
বড়ো ইচ্ছে হয়,
বিপিন কুশারীর টক তেঁতুল মেখে
ফলার খেতে।
ডাকসাইটের দল
তাল গাছ থেকে রস চুরি করে।
শুকনো ঠোঁটের মাংসগুলো
বিপিন মাস্টার জিভ দিয়ে চাটে।
ওরা রস পাড়ে।
তালগাছে রসের সমুদ্র।

মেঘে মেঘে বৃষ্টি আসে।
বিপিন দাঁড়িয়ে পড়ে।
বৃষ্টির ছাট থেকে মাথাটাকে বাঁচাতেই হবে।
এটা কোন গাছ ?
রস খাওয়া মাছি উড়ে এসে
বিপিনের ঠোঁট কামড়ায়।
বিপিন অসহায় ভাবে মাথা তুলে দেখে
একটা বুনো মরকটে খেজুর গাছ।
গাছ থেকে জল চুঁয়ে পড়ে।
বিপিন কুশারী ভিজে ওঠে
অবিরাম বৃষ্টির জলে।

আকাশ বৃষ্টি রসের এক
অফুরন্ত সমুদ্র।

## ঘরে বাইরে

সামনে একডালিয়া পার্ক।
কোথাও সবুজ ঘাস—
কোথাও বা ঘাস ওঠা মাটি।
মাঠের ওপর ভাল মানুষের মত
সুশীতল শিমুল গাছ।

খুব হাওয়া, যেন কাছেই সমুদ্র।

স্কুলে আমি এগারোর ঘরে
প্রতিদিন টিফিনের পরে
ক্লাশ নাইনের বাংলা পড়াই।
রেল লাইনের ধারে, সারে সারে নারিকেল গাছ—
মনে মনে কখন তাকাই।

জন পথ। কোলাহল। ট্রাম টার্মিনাস।
বাস ডিপো থেকে মাইকের তরংগ চিৎকার
"ফোর্টিন নাইনটি এইট দশ নম্বর চলে যান।"
ক্লিনার বনেটের গহ্বরে জল ঢালে,
উত্তপ্ত সাদা ধোঁয়া ওঠে তালে তালে,
বাস ছুটে চলে।

দুপুরের রোদ বাড়ে। চিল ওড়ে।
স্টেশনের ঘণ্টা শোনা যায়।

স্টেশনের ধার,
ছোট বড় দোকানের
মনিহারি দোকানদার।
রাস্তার ওপর রস ঝরা ফলের ঝুড়ি।

চাকার আওয়াজ হয়।
রোজকার মত তিনটে বাইশের বজ বজ লোকাল
আজও চলে যায়।

মাথার ওপর বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরে চলে।
ফলওয়ালা ফল নিয়ে
নিষ্ফল চিৎকার করে!

বেদনায় অস্পষ্ট ট্রেনের আওয়াজ
আমার পড়ানোতে মিশে যায়—
হু হু করা শব্দ আমার বুকের ভিতর
এনে দিল মুহূর্তের এক অবসর।

এঞ্জিনের ধোঁয়ার গন্ধ মনে মনে পাই।
অশান্ত ছেলেদের মুখ পানে চেয়ে
আমি শুধু অবিরাম
বাংলা পড়াই।

## সে-তার

সে, তার
সেতারেতে সুর বাঁধছিল,
আমার কাজ ছিল
আমি শুনিনিক'।
আমি দেখিনিক'।

সে আক্ষেপ করেনি,
চুপ করে ছিল কিছুই বলেনি।
অসুর পৃথিবী পাশ ফিরেছিল।
আমার কাজ ছিল
আমি দেখিনিক'।

মাঝে মাঝে তার
ভুরু কুঞ্চিত চোখ যন্ত্রের নীড়ে
বেদনায় ঝরে লাবণ্য খুঁজছিল।
আমার কাজ ছিল
আমি শুনিনিক'।
আমি বুঝিনিক'।

ভোর থেকে আর সন্ধ্যা অবধি মেশিন চালিয়ে
বিপিন গাঙ্গুলী ফিরছিল।
সে তার দিকে চেয়ে, সে তার সেতারেতে সুর বাঁধছিল।
ক্লান্ত বিপিন কাছে বসে তার শুনছিল।
আমার কাজ ছিল
আমি বুঝিনিক'।
আমি শুনিনিক'।

## দার্জিলিঙে

তোমার আমার দার্জিলিঙের
শৈল শিখর দিন—
উঁচু-নিচু পথ থেমে থেমে হাঁটা,
কুয়াশা আকাশে নেই সূর্যটা
প্রিমরোজ্ আর ম্যাগনোলিয়ার
মৌতাতে সব লীন্
কুয়াশার খেলা এবেলা ওবেলা
দার্জিলিঙের দিন।
গিরিশৃংগের চওড়া ললাটে
সাদা পাহাড়ের মলাটে মলাটে
সূর্য ছড়াত রঙ,
অপরূপ সেই ঢঙ !

তাল তাল সোনা তুলো তুলো হয়ে
বর্ফি পাহাড়ে পড়ত যে খয়ে,
নির্বাক হেসে পাশাপাশি এসে
তুমি আমি চাইতাম।

মন ক্যামেরায় ঐ ছবি টেনে
সে রূপ আমার যৌবনে এনে
উর্মিমুখর জীবন যুদ্ধে
দুইজনে ভাসতাম।

ক্যালকাটা রোডে
টাইগার হিলে
মিঠে মংপুর বরফের মিলে
জমেছে আমার ঋণ
প্রাণের ফ্রেমেতে আঁটসাঁট বাঁধা
দার্জিলিঙের দিন।

## আজ কলকাতায়

ঘেরা টোপে আজ এই কলকাতা
তীর্থ সবার ভাগ্য বিধাতা,
এখানে পাহাড় নেই
জনতার পথে জনতা হারায়
হা হুতাশ শুধু খেই।
ডাইনে ও বামে এ গোলক ধামে
মানুষ যে নাচবেই।
বুঝেও বোঝে না হায়রে কপাল
গাধা হয়ে সব পরে বাঘছাল,
ঠিক বেঠিকের নেইক বালাই
সকলে ঠিকানা হীন,
শুধু খেয়ে পরে ছটফট করে
পানিমে পিয়াসী মীন।

ভাল লাগেনাক ঘোড়া ঘোড়া খেলা,
ঘড়ি নিয়ে তবু কেটে যায় বেলা,
ঘাস বাঁধা পিঠে সওয়ারি টানছি
মুখেতে পরানো জিন,
আতরের মত তবু লেগে আছে
দার্জিলিঙের দিন।

## লাল পাথরের মালা

দার্জিলিঙ থেকে আনা
সেই লাল পাথরের চৌকো মালাটা
তোমার গলায় পরাতে গিয়ে দেখি
সূর্য তখনও অস্ত যায়নি।
পশ্চিমের আকাশটা শুধু রক্তিম হয়েছে,
মনে হোল ঝড় উঠেছে।
মালা পরালাম।
অস্তমান সূর্যের পানে চেয়ে
তুমি হেসেছিলে,
তোমার বুকের ওপর দুলে ওঠে দার্জিলিঙের লাল পাথরের মালা,
ওপাশে পশ্চিম দিগন্তে তখন
মেঘেদের অকস্মাৎ ঘনঘটা।

উদ্দাম যৌবনের অক্লান্ত সাধনা।
লাল চৌকো পাথরের মালা
মনে হল কলরব করছে। বৃষ্টি পড়ছে।
রক্ত কণিকার মধ্যে মেঘের মৃদঙ্গ লহরী।

নৈঃশব্দের কূল ভেঙে
অবিশ্রান্ত ধারায় সেই বৃষ্টি
মনে হয় এখনও আকাশ থেকে পড়ছে।

## সুবর্ণ রেখা

দীপাবলীর একদিন আগে
ফয়জাবাদ থেকে
তোমার কাছে এলাম।
ডি-টাইপ ব্লকগুলোর ঘরের জানালাতে
পর্দা পরানো।
গোলাপ, সবুজ সাদা রঙ।
চিমনির ওপর আলোকের মালা।
দুই দিকে সবুজ প্রান্তর
কমে গেছে নহারের জল।
অবাক আমায় দেখে,
দেওয়ালেতে ঠেস দিয়ে ভাবো
"আশ্চর্য আমি এক দুঃসাহসী ছেলে"।

তোমাদের ঘরে দোরে নতুন কলি।
চুন খসা দেওয়ালেতে চুন
আমি শুধু ভাবি কোন কথা বলি।

বিহারের ছোট্ট নগর। শীত পড়ি পড়ি।
অনেক গল্পের পর বিছানাতে শুতে যাই
সুবর্ণ রেখা স্বপ্ন হোল ঘুমের ভিতর।

অলস হাতখানি আমার কপালে রেখে
ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে
পাশে বসে ডেকেছিলে
বলেছিলে আজ দীপাবলী।

ভোরের আকাশ। সুবর্ণ রেখার বুকে সূর্য উঠছে
জলের ওপর আলোর অঞ্জলি
আমি ভাবি
তুমি আমার আজকের প্রথম দীপাবলী।

## দুর্গাপুর

তুন এক্সপ্রেস দুর্গাপুরে দাঁড়ালনা।
একেবারে সোজা বর্ধমানে।
নভেম্বরের গোড়ার দিক।  শীতের সকাল।
বর্ধমান থেকে দুর্গাপুরে এলাম তোমাদের কাছে।

ছোট্ট একখানি আকাশী রঙের কোয়ার্টার
'এ' জোনে।
অনেক কথাকে নিয়ে এস্রাজের গান হয়ে আছে।

সেই শান্ত ছোট্ট কম কথা বলা ছেলেটি
দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ হলে
মুখ বুজে অঙ্ক কষত।

অফিসার্স ক্লাবে সেদিন বিলিতি ছবি দেখে
আমরা তিনজনে বেনাচিটি দিয়ে ফিরছিলাম।
'সাপ', 'সাপ', বলে রিক্সাওয়ালা চমকে ওঠে।
সবাই সন্ত্রস্ত হই।  পৃথিবীতে এরকম কত ঘটনাই ঘটে।
ইচ্ছে করলে এই সাপটাকেও দুর্গাপুর
ইস্পাত করে দিতে পারে।
কালো পিচের রাস্তার ওপর
ঠাণ্ডা সাপটা টান হয়ে পড়ে থাকে।
বিষটাও ভেতরে ভেতরে বরফ হয়।

তারপর আমার আসার দিন।
তোমাদের আদর যত্ন আমার সীমাহীন উপমা।
বেনাচিটি, হর্স-সু মার্কেট, রাণা প্রতাপ রোড্ আর
তোমাদের কোয়ার্টার পিছনে রইল পড়ে।

ট্রেন ছুটে চলে।  সন্ধ্যার আবছা আলোতে
কোকভেনের গ্যাস চুল্লী দপ দপ করে—
ঠিক যেন সেই ঠাণ্ডা সাপটা
জেগে উঠে কলরব করছে।

মনে মনে ভাবি,
তোমাদের বাগানে গাছ লাগানো দেখে
জিগেস করিনি
সুইট সুলতান গাছে
ফুল কবে হবে?

# যৌবন

নিস্তব্ধ ছায়ান্ধকারে
নির্জন কামরাঙা বন,
বনহংসী মৃদু পদক্ষেপে
হেঁটে চলে যায়
জানিনা কোথায়
কোন আকাশের বুকে
ডানা ঝাপটায়
আমার যৌবন।
কার চিঠি লেখা হয়
নক্ষত্র মালায়,
প্রয়াগ গোধূলির বুকে
মুখে মুখ রেখে
স্মৃতি আর বেদনার মৌন রোমন্থন
বনহংসীরা নির্জন হল—
কথা কয় আমার যৌবন।

অন্ধকার আরো কালো হয়,
মল্লিকা স্তবকে স্তবকে
গোপনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য লিখে রাখে,
সে রহস্যের অন্তরালে নবীন বোধন।
বনহংসীরা মৃদু থেকে আরও মৃদু হয়
ভাবনার মাঝামাঝি সেতু বেঁধে
নিঃসাড়ে কথা কয় আমার যৌবন।

## পাঁচিল

পাশাপাশি দুই বাড়িকে আজ
দুটি ভাগ করে
পাঁচিল উঠেছে পাঁচিল।
এপাশে আমার বাগানে ফুটেছে
গোলাপ যুঁই,
ওপারেতে তার বাগানে অপার
কেয়াবন আর কদমের ঝাড়
দুজনে আমরা দেখি
আকাশ কিন্তু নীল।
শুধু পাঁচিল উঠেছে পাঁচিল।

বৃষ্টি পড়ছে জোরে,
শ্যাওলার দাম পাঁচিলের খাদে জমে।
ঘাস জমা ইঁট ধ্বসে ধ্বসে পড়ে
বৃষ্টির কোলাহলে।

রাত যৌবন হল।
বাতাবি ফুলের গায়ের গন্ধে মৌচাক ভিজে গেল।
শ্যাওলা সবুজে অজস্র ধারা নামে
মেঘ চমকায় দূরে বাজ পড়ে—
আকাশ ঘটালো মিল,
এ দুটো বাড়ির ঠিক মাঝখানে
পাঁচিল ভাঙছে পাঁচিল।

# শিকার

## প্রথম প্রহর

নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত স্তন্যপান করে
জঙ্গলের বুক চেপে নিঃশেষে অরণ্য সুধা !
আকাশ আলুথালু ! রাত্রির জঙ্গলে নিঃশব্দের ডাক।
অন্ধকারের তৃষ্ণা-অনেক দিনের।
শিকারী শিকার খুঁজছে।
হার মানে আঁধারের ঔদ্ধত্য, বন্দুক ক্ষুধার্ত।
বার বার তীব্র আওয়াজ
হুম্, হুম্, হাম্, হাহাম্ হাহাম্ !
খদ্যোত তবু ওড়ে শুনতে পায়নি শিকারীর গুলির আওয়াজ।
একটা হরিণ মরেনি।
সিংহ দূরের কথা বাঘ নেকড়ের দল
জল খেতে আসেনিক' আর।
তবে কার জন্যে এ শিকার করা ? এত গুলি ছোঁড়া ?
স্তব্ধ শিকারী নিঃশ্বাস নেয় মুহূর্তকাল—
আবার হিংস্রুটে ডাক বন্দুকের
হুম্, হুম্, হাম্, হাহাম্, হাহাম্,
একটা আর্তনাদ, একটা ট্রাজেডি !

## মধ্য প্রহর

ক্লান্ত বন্দুক। শিকারীর ঘুম পায়। বুনো মশা ওড়ে।
অসহায় ক্যাম্প। শিকারী চঞ্চল। ভিজে বারুদ।
নিষ্ফল বন্দুকের গুলি !
বিদ্যুৎ চমকায়। বৃষ্টি এল। সাঁওতাল হরিণ-মাংস
আগুনে পোড়ায়।
একপাল শিয়ালের ডাক।
বার বার বন্দুকের আওয়াজ হচ্ছে।
চার পাশে বাঘেদের থাবা ;
সিংহের গম্ভীর হাঁটা চলা।
ওরা আজ প্রতিশোধ নেবে।

## শেষ প্রহর

জঙ্গলের আদালতে বিচার বসেছে।
কে কার শিকার শিকারী ?
শিকারী জখম, বন্দুক পড়ে আছে। টোটা খালি।
একটা সিংহীর মৃত্যু! শিকারীর গুলিতে।
তার পেটে বাচ্ছা ছিল!
সিংহ নালিশ জানায়। ক্যাম্পের চার পাশে ঘোরে।
মানুষের রক্তফেনা থাবার নখেতে।

বাঘ আর বাঘিনী আসছে।
হরিণের পাল আর সৌখীন জেব্রার দল আসে।

জঙ্গলের আদালতে বিচার বসেছে॥

# বায়োলজি

চলো না হয় গল্প করি।

কলেজ স্ট্রীটের দোতলা কেবিন।
বায়োলজি বাক্স, মেডিকেল সায়েন্সের
সরু মোটা বই
বুকের কোমল পর্দাটার ওপর
শরীর তত্ত্বের মালবাহী জাহাজের মত।
আমি তার বই নিয়ে নাড়াচাড়া করি
বায়োলজি বাক্সটা খুলি।
কোলের ওপর মুঠো দুটো এক করে
সে আমায় বলে,
"কি বুঝবেন বায়োলজি বাক্স খুলে"—
তারপর আর একটা খাতায়
একটা টোডের মৃত্যু! কোনটিতে থোরাসিক রিজিয়ন আঁকা

ছুরি কাঁচি তপ্ত হয়েছে
গাম্ভীর্যের বিপুল উৎসাহ বায়োলজি বাক্সের ভেতর।
ফরসিপের শাণিত সূচাগ্রে
অঙ্গচ্ছেদের মৃত্যু ঘোষণা। একটা টোডের কান্না!

পিছনে কেবিন পড়ে থাকে।
সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলি।
সে চমকে ওঠে বায়োলজি বাক্স খুলে
ফোরসিপটা কেবিনের টেবিলে পড়ে—

পাশের ডোবায় দুটো ব্যাঙ মনে হল মাথা উঁচু করে।

## তোপচাঁচী

তুমি লিখেছিলে
"তোপচাঁচী কেমন লাগল জানিও।"

তোপচাঁচীর বুকের মধ্যে
আদিম অরণ্যের নেশাকে খুঁজে পেলাম।
পাহাড় চারিদিকে
উচুঁ উচুঁ জঙ্গল, মাঝখানে
ওয়াটার রিজার্ভার।
সেদিন সন্ধ্যের ঝোঁকে হরিণের দল জল খেল।
মাঝে মাঝে বাঘেদের থাবা চোখে পড়ে।

এই জঙ্গল গভীর বিস্তৃত
হাজারীবাগের জঙ্গল-পাহাড়ে।
এখানে বাঘ ভাল্লুক আসে।
ভদ্রমানুষ হয়ে আমিও এসেচি।

হিংস্র চেতনা দানবের নেশান্মোত্ত।
জঙ্গলকে দুমড়ে কামড়ে ফেলে
কেশর ফোলায়
মনে হয় সে ঐ নিবিড় অরণ্যের মধ্যে মিশে যেতে চায়।

বিছানায় আচমকা জেগে উঠি।
আমার আধখানা হিংস্র শ্বাপদ হয়ে
তোপচাঁচীর জঙ্গলে বাঘ সিংহের সঙ্গ নিল।

বিছানাতে আর আধখানা নিয়ে
মন আমার ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়েছিল!

# তিনটি মৃত্যু

বীরের মৃত্যুতে কান্না অবিনশ্বর।
জয়ের অমোঘ ফোঁটা
আগুনের ওপর।

বীর মরতে চায়নি
মৃত্যু তাই মহাপ্রাণ!
শমী বৃক্ষের মর্ত অন্তরে অন্তরে
অলিখিত তীব্র দহন
বীরের মৃত্যুর ওপর মৃত্যুর ক্রন্দন!

জননেতা মারা গেছে
কাগজেতে ছবি ছাপা হয়!
মৃত্যু-সংবাদ ক্ষুধার্ত শিবার মত
মৃত্যুর মাংস নিয়ে কাড়া কাড়ি করে!
নেতৃত্ব মরেনাক'; রূপ নিল আর এক ধূর্ত অবসরে

মহাকবির চির অন্তর্ধান।
মৃত্যু আজ অর্ধনারীশ্বর!

কবি হীন বিয়োগান্ত কাব্য।
চেতনার শোকযাত্রা।
মল্লারে মল্লারে ডম্বরু বাজছে।
নবীন বৃষ্টির মেঘ
আকাশের নেপথ্য শিল্পী হয়ে
মহাকবির মৃত্যু ঘোষণা করছে।

# মা

প্রথম যখন জন্মেছিলেম
তোমার মাটি স্পর্শ করে,
দেখেছিলেম গাছে গাছে
তোমার স্নেহ শ্যামল হয়ে ঝরে।

ঝঞ্ঝা তুফান ঝড় বৃষ্টি
গ্রীষ্ম রোদের তাতে,
ছোট্ট থেকে হলাম বড়
চারা'র থেকে গাছে।

কৈশোরে মা তুমি আমার
ছিলে খেলার সাথী,
আম কাঁঠালের বনে বনে
স্কুল পালানো দুপুর রোদে,
কখনও বা বর্ষাঘন দুরন্ত এক রাতি।

যৌবনে মা তুমি ছিলে
সৌন্দর্যের গান,
জুড়িয়ে দিলে বাঁচিয়ে দিলে
যেমন করে পাপড়ি পাতা
বাঁচিয়ে রাখে ফুলের মধুপ্রাণ!

মা গো—

এবার যখন জীবনটা শেষ হবে
প্রৌঢ় হয়ে বার্দ্ধক্যের টানে,
উঠতে বসতে লাগবে সময়,
ব্যথার জায়গা বাজবে মনে—

বিফল হব খুঁজে;
ব্যথা আমার কোথায় যে কোনখানে ?

তারপরে একদিন
টুপ করে মা পড়ব খসে পাকা ফলের মত—
মৃত্যু আমায় আঁকশী দিয়ে
নামিয়ে নেবে
আমি জানি তখনও মা মাটির ছোঁয়াচ দেবে।

তখন যদি তোমায় নিয়ে,
কেউ হিংসা যুদ্ধ করে
কার রাজত্ব রইবে কিংবা
কেইবা রাজা হবে ?

আমি শুধু ভালবাসার গুণে
মাঠের মত ঘাসের মত
সবুজ হতে চাই,

মাগো—

দেহ'র ওপর দিয়ে আমার
হাজার মৃত্যু হাজার জন্ম যাক—
আবার যেন আমি আমার মা'কে ফিরে পাই

## নির্বাণ চাইছে

তোমার মনের মধ্যে
মন আমার নির্বাণ চাইছে
তুমি তাকে নির্বাণ দাও।

দুটি হাতের কড়ি মধ্যম গান,
ঝড়ের পূর্বস্থরী কাঁপা তালবন,
মৃত্তিকাচ্যুত বিহঙ্গের পক্ষ সঞ্চরণ
ঠিক তেমনি উধাও অনির্বাণ আমার মন।

তোমার নিখিলের অর্গল খুলে রাখ,
ঝঞ্ঝার অন্ধকার বার বার অনাবৃত হবে,
গুহাগিরি পর্বতের নির্জনতা আনো আমার হৃদয়ে,
সে হৃদয় মত্ত ছিল এতদিন শুধু কলরবে।
তোমার অন্তরে তার পূর্ণ বিশ্রাম,
যে বিশ্রাম নিমীলিত নত নেত্রে তোমায় বলছে
"সূর্যের আলোর রঙে দীপ জ্বেলে আমাকে জ্বালাও।"
তোমার মনের অনির্বাণ নীড়ে
মন আমার নির্বাণ চাইছে,
তুমি তাকে নির্বাণ দাও।

[illegible]

॥ ১ ॥

তখন এপ্রিল মাস , হঠাৎ এলে।
আখরোট রঙের কোট গায়ে।
"শত শত দেবালয়ে মৃদু ঘণ্টা বাজছে।"
সন্ধ্যা হচ্ছে।
কিমোনোর কিংখাবে চা এনে দিলাম—
চোখে চোখ রেখে বলেছিলে
"চলো মুখোজিমা টোকিওতে
বসন্ত এসেছে। মন আমার চেরীর পাপড়ি ওড়ায়
হাওয়ায় হাওয়ায়।"
এখন সবাই ফুল দেখতে যাচ্ছে।
আকাশ অনেক নীল।
মাটিতে ঘাস। সবুজ আস্তরণ।
দূরে অনেক দূরে অস্পষ্ট পর্বতের শ্রেণী।
"অপাঙ্গে শ্যামল বন সম্ভারের অর্ঘ"—
মুখোজিমা এ্যাভিনু্যর চেরীর বাগান।
কিয়োটোর কিঙখাখুজির টেম্পল গার্ডেন।
সদ্য ফোটা রোদ-ছাওয়া তাজা তাজা চেরী।
"চলো যাই কাল, সকাল সকাল—
গৃহ কাজ রেখে দাও পরে হবে,
হয়েছে অনেক দেরি।
আমার দুখানি হাত, বুকের ওপর রেখে শুধু বল
মন আমার চেরী শুধু চেরী।"

॥ ২ ॥

সে আর একদিন মেঘ বাদলের আকাশ—
তুমি এলে। উপহার দিলে
মান্দারিণ, কমলা, আপেল, স্ট্রবেরী।
হেসে বলেছিলে
"আজ অনেক তিমি, টুনা, সলমন, শিকার হল।"

সত্যি তুমি এক আশ্চর্য দুঃসাহসী সমুদ্র-নাবিক।

তারপর অনেক গল্প হল।
নিক্কো, কামাকুরা, হাকোনে, কিয়োটো
আর নারা'র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে।

রাত হয়ে গেল
"কোজিকি", "মান্যোস্যু"র ইতিহাস গল্প শুনে।
আরও রাত হল। "হেইকে মনোগতরির"
সেই অবিনশ্বর প্রেমের কাহিনী শোনাতে শোনাতে
তুমি আমার কোলে
মাথা রেখে ক্ষণকাল অকারণে স্তব্ধ হয়েছিলে।

বাইরে সেদিন কি দারুণ বৃষ্টির দাপট।
তুমি আমি যৌবনের হ্রদে
একই ছবি একই আঁকা পট।

॥ ৩ ॥

গীয়োন উৎসব। চলো, “নো” কিংবা
“কাবুকী” নাটক দেখে আসি।
সাদা টুপি নাইবা পরলে।
পরতেই হবে, বেশ পরো।
অনেক সেজেছো আর সাজলে নাইবা।
কিমোনোতে তোমাকে মানায় ভাল।
কাগজের হলুদ রুমালটা নিও।
তোমার স্লিভ্‌সের মধ্যে চপস্টিকের বাক্স,
লুকিং গ্লাস, একটা কমলালেবু রঙের পাখা
চওড়া স্যাসেজ্ ভাল করে বেঁধে নাও।
এবার অনেক ভিড় হবে
গীয়োন উৎসবে।

॥ ৪ ॥

“সম্রাট মেইজির পর তাইসো সম্রাট হলেন”
তুমি আমার কাছে গল্প করছিলে।
সেই সম্রাট মেইজি জ্ঞানদীপ্ত জীবন-যৌবন।
বর্ষা শেষ। সবুজে সবুজে জাপান ছেয়ে গেছে।
ফুজি আজ নির্বাপিত শান্ত আগ্নেয়গিরি।
হনস্থ, শিকোকু, আর হোক্কাইডো দ্বীপের
গল্প বলো আমি শুনি।

বেশ মনে আছে আমি তখন
বৈদ্যুতিক কম্পিউটারে কাজ করতাম।
তুমি রোজ আসতে আমার কাছে।
সেদিন আমার জন্মদিন।
আমাকে সেদিন সামিসেন উপহার দিলে।
আমরা বুনরাকু পুতুল নাচ দেখছিলাম।

মনে হল আমার বুকের মধ্যে
তুমি এসে সামিসেন বাজাবে,
আমার বুকের ওপর, রূপের ওপর
বুনরাকু পুতুল নাচ মূর্তিমন্ত হবে।

॥ ৫ ॥

হয়ত আমি ফ্রাগাইল টি হাউসে
প্রার্থনা করছি হাঁটুগেড়ে।
আমার মাথার ওপর উইসটেরিয়া।

দূরে অনেক দূরে পাইনবন, ম্যাপলের গাছ।
ইয়াসাকা প্যাগোডা, কতদূরে নিভে যাওয়া ফুজি
ফুজির চারিদিকে নির্বাক স্তম্ভিত লার্চ।

উইসটেরিয়া ফুটছে। চেরী ঝরে।
মনে পড়ে? কোরিকিরিতে দুজনাকে আইরিস ভাগ করলাম।

ফ্রাগাইল টি হাউস শান্ত।
চেরী ঝরছে, চেরী পড়ছে।
টসটসে ফোটা ঝুলন্ত বেগুনি ফুল নুয়ে পড়ে।
আমি হ্রদের ধারে। স্তব্ধ চারিধার।
আমি দেখি, দেখার অতীত হয়ে সে কাঁদায় মনকে আমার।
কাঁদি আমি। কাঁদে চেরী। নিস্ফল চুম্বনের বেদনা আমার ওষ্ঠে।

বৃষ্টি পড়ছে আর
উইসটেরিয়া ফোটে।

॥ ৬ ॥

শান্ত ফুজি।
অগ্নিতপ্ত ঠাণ্ডা মুখে আরও ঠাণ্ডা
বরফের কুচি।
নিচে গ্রাম মন্থর হ্রদ।
আমি কাঁদি আমার জানালাতে।
চেরীর সাথে।

ফুজিয়ামা তোমার আমার প্রথম শপথের দেবতা।
বিছানায় শুই। মনে মনে অনুপল গুণি।
শীতের পাহারা হয়ে ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে।
আগুন জ্বলে আমার নিঃশব্দ বুকের অন্তরালে।
পাশ ফিরি ঘুম নেই,
যৌবন কাঁদছে রুদ্ধশ্বাস রক্তের মাঝে।

ঠাণ্ডা রাতে শান্ত ফুজি শুধু তাই দেখে,
ফুজিয়ামা মনেতে বাজে।